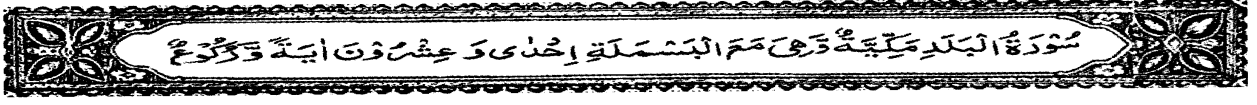


## সূরা আল্ বালাদ-৯০ (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

### অবতীর্ণের সময় ও প্রসঙ্গ

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাগুলোর অন্যতম। খুষ্টান লেখকদের মতে সূরাটি নবুওয়তের প্রথম বৎসরেই অবতীর্ণ হয়েছিল। এতটা প্রাথমিক পর্যায়ে না হলেও এটা যে তৃতীয় বৎসরের শেষ দিকে কিংবা চতুর্থ বৎসরের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। সূরা ফাজর-এ বলা হয়েছিল, নবুওয়তের প্রথম তিন বৎসর নবী করীম (সাঃ)কে কাফিররা কেবল বিদ্রূপ, গাল-মন্দ ও হাসি-ঠাট্টা করে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে তারা সম্মিলিতভাবে তাঁর উপর বিরামহীন অত্যাচার, বিরোধিতা ও কঠোর নির্যাতন চালাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা রূপকের ভাষায় জানিয়েছেন, এ নির্যাতন-নিপীড়ন মুসলমানদেরকে দশ বছর পর্যন্ত সহ্য করে যেতে হবে (এ সময়কে ‘দশটি রাতের’ সাথে উপমা দেয়া হয়েছে)। আলোচ্য সূরাতে নবী করীম (সাঃ)কে বলা হয়েছে, তাঁর প্রিয় নগরীতে তাঁরই আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব তাঁর উপর ও তাঁর অনুসারীদের উপর দীর্ঘকাল ধরে অমানুষিক নির্যাতন চালাবে। এ প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, শত শত বছর পূর্বে আল্লাহ্ তাআলার আদেশে নবী-কুল-পিতা ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আঃ) মক্কা নগরীর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করতে গিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন, আল্লাহ্ যেন এ নগরীকে এমন একটি বিরাট কেন্দ্রীয় নগরীতে পরিণত করেন, যেখান থেকে ঐশী আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে বিশ্বকে আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলে। পিতা ও পুত্র উভয়েই আল্লাহ্র আদেশ পালনের জন্য চরম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রার্থনা কবুল করা হলো এবং যখন সময় এল তখন ঐ প্রার্থনার ফলস্বরূপ মহানবী (সাঃ) আগমন করলেন এবং বিশ্ববাসীর চির-কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ আলোতে পরিপূর্ণ শিক্ষা ও হেদায়াত-সম্বলিত মহাঈশ্বর কুরআন দান করলেন। অতঃপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, মানুষ কেবল সহজ ও বাধাহীন পথে চলতে চায়, জীবনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ‘উর্ধ্বগামী’ যে কঠিন পথ সে পথে কেউ চলতে চায় না। সূরাটি উপসংহারে বলছে, যারা নিজেদের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ রেখে তদনুযায়ী জীবন যাপন করে তারাই সঠিক গন্তব্যে পৌঁছায়। আর যারা মহান আদর্শ সামনে না রেখে গতানুগতিক পথে চলে এবং উচ্চাদর্শের জন্য কোন ত্যাগ করে না তারা জীবনে বিফলতা ও ব্যর্থতা বরণ করতে বাধ্য হয়।



## সূরা আল্ বালাদ-৯০

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২১ আয়াত এবং ১ রুকু

১। \*আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (৩) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

২। \*শুন! আমি এ শহর (মক্কাকে তোমার সত্যতার) সাক্ষীরূপে উপস্থাপন করছি<sup>৩৩৩</sup>

لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝

৩। এবং তুমি (একদিন বিজয়ীর বেশে) এ শহরে অবতরণ করবে<sup>৩৩৪</sup>।

وَ اَنْتَ حِجْلٌ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝

৪। আর (আমি সাক্ষীরূপে উপস্থাপন করছি) পিতাকে এবং যে সন্তান সে জন্ম দিয়েছে তাকেও<sup>৩৩৫</sup>।

وَالِیِّهِ وَّمَا وَكَدَ ۝

৫। নিশ্চয় আমরা মানুষকে \*শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি<sup>৩৩৬</sup>।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ كَبَدٍ ۝

দেখুন : ক. ১ঃ১ খ. ৫ঃ৫; ৯ঃ৪ গ. ৮ঃ৭।

৩৩৪৩। 'লা' শব্দটি দ্বারা যে বিষয়টি আলোচিত হতে যাচ্ছে তার প্রতি গভীর দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক এ কথা পূর্বাচ্ছেই বলে দেয়া হচ্ছে যে বিষয়টি এতই স্পষ্ট ও নিশ্চিত, এ জন্য শপথ করার প্রয়োজন নেই। এটাই 'লা' এর তাৎপর্য অথবা এটা একটা অনুল্লিখিত আপত্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে 'লা' এর অর্থ দাঁড়াবে : 'না, তুমি কখনো প্রতারণা নও যেমনটা অবিশ্বাসীরা মনে করে, তুমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ, আর এ নগরীকেই তোমার সত্যতার সাক্ষীরূপে আহ্বান করা হচ্ছে'। কিন্তু অধিকতর যুক্তিসঙ্গত অর্থ হলো : 'হে অবিশ্বাসীরা, তোমরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, আমি তোমাদের মনের কথা জানি। কিন্তু জেনে রাখ, তোমাদের ইচ্ছা কোন ভাবেই পূর্ণ হবে না আর এ নগরীকে আমি এ কথার সাক্ষী রাখছি'।

৩৩৪৪। 'হিল্ল' অর্থ : (ক) যা করা আইনসিদ্ধ, (খ) লক্ষ্য বস্তু এবং (গ) কোন স্থানে অবতরণ করা বা অবস্থান করা (লেইন)। মূল ধাতুতে এ সবগুলো অর্থই নিহিত। অতএব আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে : (১) তোমার শত্রুরা তোমার ক্ষতি-সাধন করা, এমন কি তোমাকে মেরে ফেলাও আইন-সঙ্গত মনে করে। অথচ এ মক্কা নগরী এতই পবিত্র যে কোন প্রাণীকে হত্যা করাতো দূরের কথা, এ নগরীর সীমানায় একটি প্রাণীর সাধারণ ক্ষতি করাও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, (২) এ পবিত্র নগরীতে তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে সর্বপ্রকারের গালমন্দ, ক্ষয়-ক্ষতি, আঘাত, নিষ্ঠুরতা ও হত্যাসাধনসহ জান-মাল, সম্মান-সম্মম নাশ ইত্যাদি সবই তারা বৈধ বলে মনে করে, (৩) যে মক্কানগরী থেকে তোমাকে নির্বাসিত করা হচ্ছে নিশ্চয় জেনে রাখ, তুমি এতে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করবে, (৪) তুমি যখন বিজয়ীর ঝাণ্ডা নিয়ে এ নগরীতে ফিরে আসবে তখন অল্পদিনের জন্য এ নগরীর পবিত্রতা রক্ষার ও পালনের দায়িত্ব থেকে তোমাকে অব্যাহতি দেয়া হবে। কেননা এ নগরীর লোকেরাই নিরীহ ও নিরপরাধ মুসলমানদের উপর অকথ্য নিপীড়ন-নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে নিজেদেরকে এ নগরীর পবিত্র আইনের বাইরে চলে গেছে। আর তোমার মক্কা-বিজয়ের পরে তারা তোমারই দয়ার ভিখারী হবে।

৩৩৪৫। 'কা'বা' গৃহের ভিত্তি-উন্নয়ন কালে নবী-কূল পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর পুত্র ইসমাইল (আঃ) আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছিলেন যাতে মক্কাবাসীদের মধ্যে একজন 'নবী' পাঠানো হয় (২ঃ১২৯-১৩০)। এভাবে মহানবী (সাঃ) এর জন্য 'পিতা' ও 'পুত্র', উভয়েই সত্যতার সাক্ষী হয়ে রইলেন।

৩৩৪৬। রসূলে পাক (সাঃ) মক্কা থেকে বিতাড়িত হবেন এবং বিজয়ীর বেশে পুনরায় মক্কা প্রবেশ করবেন। মক্কা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করবে। আরবের অধিবাসীরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করবে এটাই ছিল আল্লাহ্র অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী। কিন্তু এ ভবিষ্যদ্বাণী সর্বতোভাবে পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে অশেষ দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট বরণ করতে হবে, বহু ত্যাগ-তীতিক্ষা প্রদর্শন ও পরিশ্রম করতে হবে, তদুপরি অনবরত সংগ্রাম করে যেতে হবে, যে পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্যাবলী পূরাপূরিভাবে পূর্ণ না হয়।

৬। \*সে কি মনে করে, তার ওপর কখনো কেউ ক্ষমতা খাটাতে পারবে না<sup>৩৩৭</sup>?

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۖ

৭। সে বলে, ‘আমি অটেল সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি<sup>৩৩৮</sup>।’

يَقُولُ أَهْلَعْتُ مَا لَا تُبَدَأُ ۖ

৮। সে কি মনে করে, কেউই তাকে দেখেনি?

أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَ أَحَدٌ ۖ

৯। আমরা কি তার জন্য দুটো চোখ সৃষ্টি করিনি

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۖ

১০। এবং একটি জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট?

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۖ

★ ১১। \*আর আমরা তাকে মহত্ত্ব আরোহণের দুটি পথ<sup>৩৩৯</sup> দেখিয়ে দিয়েছি।

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۖ

★ ১২। তবুও সে ‘আকাবায়’ (অর্থাৎ উচ্চশিখরে) আরোহণ করেনি<sup>৩৪০</sup>।

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۖ

★ ১৩। আর কিসে তোমাকে বুঝাবে, সেই ‘আকাবা’ কী?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۖ

১৪। (তা হলো) কৃতদাস মুক্ত করা,

فَكَرَبَتُهُ ۖ

১৫। \*অথবা দুর্ভিক্ষ কবলিত দিনে খাবার দেয়া

أَوْ اطْعَمْتُ فِي يَوْمٍ مَسْغَبَةٍ ۖ

১৬। নিকটাত্মীয় এতীমকে,

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۖ

দেখুন : ক. ৯৬ঃ১৫ খ. ৭৬ঃ৪ গ. ৭৬ঃ৯; ৮৯ঃ১৯।

৩৩৭। আল্লাহ্ কাফিরদের অসদুদ্দেশ্য ও ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অবগত আছেন। তিনি তাদেরকে ব্যর্থ করার ক্ষমতা রাখেন এবং তা অবশ্যই করবেন।

৩৩৮। আয়াতটি বলতে চায়, ইসলামের শত্রুরা ইসলাম-বিস্তারে সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন তো সৃষ্টি করবেই, এমনকি এ উদ্দেশ্যে তারা প্রচুর ধন-সম্পদ এবং অর্থ-বিস্ত্র ও খরচ করবে। কিন্তু পরিণামে এ ধন-সম্পদ ব্যয় অপব্যয়ই সাব্যস্ত হবে। কেননা একদিকে তাদের হীন উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে এবং অপরদিকে ইসলাম এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অঙ্গনে বিজয়ের পর বিজয় অর্জন করতে থাকবে।

৩৩৯। ‘নাজদায়ন’ অর্থ দুটি প্রকাশ্য পথ-একটি সত্যের, অপরটি মিথ্যার, একটি কল্যাণের, অপরটি অকল্যাণের, একটি আধ্যাত্মিক উন্নতির, অপরটি নিছক ইহজাগতিক উন্নতির। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে এসব প্রয়োজনীয় মাধ্যম-উপকরণ পুরোপুরিভাবে দিয়েছেন যাতে সে সঠিক পথ বেছে নিতে পারে, ভাল-মন্দ বুঝতে পারে এবং মিথ্যা ও সত্যের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। তাকে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ধরনের চক্ষু দেয়া হয়েছে যাতে সে মন্দ পরিত্যাগ করে ভালকে বেছে নিতে পারে। তাকে জিহ্বা ও ঠোঁট দেয়া হয়েছে যাতে সে সঠিক পথ চাইতে পারে। অতএব তার জীবনের সঠিক উদ্দেশ্যকে জেনে নিয়ে তা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাকে বহু গুণাবলী ও শক্তি দিয়ে ভূষিত করেছেন।

৩৪০। মহানবী (সাঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা সকল উপায়-উপকরণ সহজলভ্য করে দিয়েছেন, যার সদ্যবহার করে মানুষ সীমাহীন আধ্যাত্মিক ও ইহজাগতিক উন্নতি করতে পারে। কিন্তু এ উন্নতি লাভের জন্য যে প্রয়োজনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রদর্শন ও আত্মোৎসর্গ করা দরকার মানুষ তা করতে চায় না।

১৭। অথবা ভুলুষ্ঠিত অভাবীকে<sup>৩৩৫</sup>।

أَوْ مَشْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝

১৮। অতএব (‘আকাবা’য় আরোহণের জন্য) সে যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়<sup>৩৩৬</sup> যারা ঈমান আনে, নিজেরা<sup>৩৩৭</sup> ধৈর্য ধরে, অন্যকে ধৈর্যের উপদেশ দেয় এবং নিজেরা দয়া দেখিয়ে অন্যকে দয়া করার উপদেশ দেয়।

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا  
بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝

১৯। এরাই<sup>৩৩৮</sup> ডান দিকের লোক।

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝

২০। আর যারা আমাদের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে তারাই<sup>৩৩৯</sup> বাম দিকের লোক।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ  
الْمَشْأَمَةِ ۝

২১। তাদের জন্য (প্রচণ্ড বেগে ধাবমান) এক<sup>৩৪০</sup> অবরুদ্ধ আগুন (নির্ধারিত)<sup>৩৪১</sup> রয়েছে।

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۝

দেখুন : ক. ১০৩ঃ৪ খ. ৫৬ঃ২৮ গ. ৫৬ঃ৪২ ঘ. ১০৪ঃ৯।

৩৩৫। ১৪ থেকে ১৭ নং আয়াতে জাতির নৈতিক মান উন্নয়নের দুটি পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে : (ক) ক্রীতদাসের মুক্তি দান অর্থাৎ সমাজের অবহেলিত, নির্যাতিত ও পতিত অংশকে মুক্তি দিয়ে তার মাধ্যমে সমাজে যথাযোগ্য অংশীদারিত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা, (খ) এতীম ও অভাবীকে সাহায্য করে স্বনির্ভর করে তাদেরকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

৩৩৬। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বর্ণিত সংকর্ম সম্পাদনই সামগ্রিক সমাজ-উন্নয়নের জন্যে যথেষ্ট নয়। উত্তম আদর্শ ও ন্যায়-ভিত্তিক নীতি অবলম্বন এবং ক্রমাগতভাবে সত্যিকার সংযম-সাধনা ও পুণ্যকাজের অভ্যাস গড়ে তোলার ব্যবস্থা করাও উপর্যুক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

৩৩৭। অরুদ্ধ আগুন খুবই ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে।

[তদুপরি আলোচ্য আয়াতে সর্ববিধ্বংসী আগবিক বিস্ফোরণেরও ইঙ্গিত করা হয়েছে, এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আল্ হুমায়্যায় বিদ্যমান।  
হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ)-প্রণীত ‘Revelation, Rationality, Knowledge and Truth’ পুস্তক দ্রষ্টব্য।]